ভারতের পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারকসমূহ (Determinants)

কোন দেশের জাতীয় নীতির যে অংশ বহির্বিষয়ক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত তাকেই পররাষ্ট্র নীতি বা বৈদেশিক নীতি বলা হয়। সব দেশের পররাষ্ট্র নীতি বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়। পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(1) আভ্যন্তরীণ বিষয়, (2) বহির্বিষয়ক পরিস্থিতি। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপর বহু আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয় এবং পরিস্থিতির প্রভাব রয়েছে।

আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক পরিস্থিতি, অবস্থান, আয়তন, সীমান্ত, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও আদর্শ, জাতীয় সামরিক শক্তি ও জাতীয় চরিত্র, জনমত, রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

আন্তর্জাতিক বিষয়ের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির নীতি ও বিশ্বজনমত।

আভ্যন্তরীণ বিষয়

ভৌগোলিক অবস্থান : ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তার পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করেছে। এশিয়া মহাদেশে ভারতের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করছে। সেদিক থেকে ভারত পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধন করছে। সেই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ের বিশ্ব কূটনীতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে ভারত এশিয়ার ইতিহাসে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে। ভারত আন্তর্জাতিক জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে ও উত্তর-দক্ষিণের আলোচনার ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আয়তন : ভারতের বিশাল আয়তনের জন্য ভারতকে উপমহাদেশ বলা হয়। এই বিশাল আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা হয় যে ভারত অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে মাথা নত করবে না ও বিশ্বে স্বাধীন শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

সীমান্ত : ভারতের উত্তরে বিশাল হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতশৃঙ্গ ভারতকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই পর্বতমালা ভারতের উত্তর সীমান্তের সঙ্গে এশিয়ার অপর অংশের সহজ যোগাযোগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। উত্তর সীমান্তে নেপাল ও ভুটানের স্বাধীন সত্তা ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, ভারতের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারত মহাসাগর দিয়েই ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। ভারত মহাসাগরে বিদেশী শক্তির উপস্থিতি তার নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের পক্ষে

Scanned with CamScanner

ক্ষতিকারক। এইজন্য ভারত মহাসাগরে রাশিয়া ও আমেরিকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভারত খুব উদ্‌বিগ্ন। এই এলাকাকে শান্তির এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত, ভারত-চীন সীমান্ত ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যুদ্ধ পরিহার করা।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি : ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপর তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব রয়েছে। ব্যাপক দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নই ভারতের মূল লক্ষ্য। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের ব্যাপারে ভারত বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার জন্য ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ। ভারত তাই সব দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠানগত ঋণ সংগ্রহ করা। ভারত সরকার পূর্ণভাবে সচেতন যে কোন রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নিলে সেই ঋণ ও সাহায্যের পিছনে ঋণদানকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চাপ ও দুরভিসন্ধি থাকতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত করা।

ভারত মনে করে যে যুদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অপর লক্ষ্য হল যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি বজায় রাখা। জহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছিলেন, "We cannot afford war and its devastation. We want to build up our strength in peace and under the shelter of neutrality." অর্থনৈতিক উন্নয়নের কূটনীতিই ভারতকে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণে প্রণোদিত করেছে।

রাজনৈতিক ঐতিহ্য : ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপর তার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি তার সুপ্রাচীন সভ্যতা, ব্রিটিশ শাসনের অভিজ্ঞতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও গান্ধীবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কয়েকটি বিশেষ দিক হল—

- রাজনীতি ও শক্তি সম্বন্ধে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি,
- আন্তর্জাতিকতার প্রতি আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি,
- সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বর্ণবৈষম্য-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি,
- এশিয়ানিজম।

এইসব ঐতিহ্য ভারতের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করেছে।[1]

সামাজিক পরিস্থিতি : ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপর তার সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব রয়েছে। ভারতের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ বাস করে। এইসব বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারত আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে।

জাতীয় চরিত্র : ভারতের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সহনশীলতা। ভারতের জনগণ বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রতি সহনশীল ও সেইসব মতবাদের মধ্যে যেসব সত্য নিহিত আছে তা গ্রহণ করতে উন্মুখ। ভারত একদিকে যেমন পশ্চিমী গণতন্ত্রের উদারনৈতিক মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তেমনি কমিউনিজমের সাম্যের বাণী গ্রহণ করতে আগ্রহী। এই সহনশীলতার জন্যই ভারত পৃথিবীতে দুই বিবদমান শিবিরের উভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে উদ্যোগী ছিল। ভারতের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাকে জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছে।

জনমত : ভারতের পররাষ্ট্র নীতি জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি ও বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী নীতির পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। জনমত সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের জনপ্রিয়তা আছে।

রাজনৈতিক দল : ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ও প্রতিটি দলই সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

1. J. Bandyopadhyay, *The Making of India's Foreign Policy*, 2nd edition, New Delhi, Allied Publishers, 1980.

Scanned with CamScanner

স্বার্থগোষ্ঠী : পররাষ্ট্র নীতির উপর বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবও আছে। এইসব স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সেনাবাহিনী, শ্রমিক সংঘ। ভারতে বহু লবি আছে ও পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। এই সম্বন্ধে অধ্যাপক Galbraith বলেছেন, "Foreign policy like domestic policy is a reflection of the fundamental instincts of those who make it." ভারতের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে জওহরলাল নেহরু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পররাষ্ট্র নীতির উপর আমলা ও সমর বিশারদদের প্রভাব রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিষয়

আন্তর্জাতিক বিষয়ের মধ্যে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুই অতি বৃহৎ শক্তির অনুসৃত নীতি ও প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্ব জনমতের উল্লেখ করা যায়। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি অন্যান্য বিষয় যেমন বিশ্বের দ্বিমেরু-ভিত্তিক বিভাজন, বহুকেন্দ্রিকতার প্রবণতা, আণবিক অস্ত্রের দ্রুত প্রসার ও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাব প্রভৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। পররাষ্ট্র নীতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নীতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্যসমূহ (Basic Objectives of India's Foreign Policy)

যে কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতির কতকগুলি মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এইসব উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—1. কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, 2. মধ্যবর্তী লক্ষ্য, 3. দূরবর্তী লক্ষ্য।[2]

(1) ■ ভারতের পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অপর উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে—

(2) ■ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা,
(3) ■ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা,
(4) ■ বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরোধিতা,
(5) ■ আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান,
(6) ■ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান,
(7) ■ জোট-নিরপেক্ষতা,
(8) ■ উন্নয়নশীল বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে ধারণাটি খুব জটিল। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জাতীয় নিরাপত্তা। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অর্থ হল—

- আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা,
- সার্বভৌমিকতা রক্ষা, ও
- জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা।

(1) জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারসাধন ও উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা ভারতের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য।

জাতীয় স্বার্থের ধারণার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ধারণাও জড়িত। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যদি বেশি সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কার্যসূচি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেই কারণে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল এমন এক অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন না হয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যাহত না হয়।

(2) ◆ ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। ভারত বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ও নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ সফল করে তুলতে আগ্রহী। এই উদ্দেশ্যে ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আবেদন জানিয়েছে ও সামরিক জোট-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে।

---

[2] K. J. Holsti, *International Politics*, 3rd edition, Prentice-Hall, 1977.

Scanned with CamScanner

(3) সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করাও ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে নামিবিয়ার জনগণের সংগ্রাম ও প্যালেস্টাইন মুক্তিবাহিনীর সংগ্রামকেও সমর্থন করা হয়েছে।

(4) বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরোধিতা করা ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরে ভারতের উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে Front Line রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যের জন্য একটি সাহায্য তহবিল গঠন করা হয়েছিল।

(5) সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান ভারতের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য। ভারত রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত নীতি ও আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছে।

(6) ভারতের পররাষ্ট্র নীতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। ভারত পঞ্চশীলের আদর্শ গ্রহণ করেছে। পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি হল—

1. পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা,
2. পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা,
3. সাম্য,
4. পারস্পরিক সুবিধা, ও
5. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছে।

(7) জোট নিরপেক্ষতা ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জোট নিরপেক্ষতা কোন নেতিবাচক ধারণা নয়। এটি একটি গতিশীল ও বিবর্তনশীল ধারণা। জোট নিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে বিশ্বে কোন শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থাকা। এর অর্থ বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিজোট থেকে দূরে থেকে প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিষয়কে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা। জোটনিরপেক্ষতার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন নীতি ও কার্যাবলী অনুসরণ করা হয়। নেহরু মন্তব্য করেছিলেন যে, "Non-alignment is freedom of action which is part of independence."

ভারত বিভিন্ন কারণে জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে। এইসব কারণগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—বস্তুগত কারণ ও অবস্তুগত কারণ। বস্তুগত কারণের মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক কারণ ও অর্থনৈতিক কারণ। অবস্তুগত কারণের মধ্যে রয়েছে ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবন দর্শন।

পরবর্তীকালে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণে অনেক রাষ্ট্রই জোট-নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে। বিশ্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান রয়েছে। ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(8) ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করা ও তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ সম্প্রসারিত করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের পররাষ্ট্র নীতির রূপকার। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল তার সভ্যতা, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভৌগোলিক অবস্থান এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য অন্বেষণের মধ্যে নিহিত।

স্বাধীনতা লাভের পর ছয় দশক কেটে গেছে। তার মধ্যে বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে বহু পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতি, তথ্য-প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কত অভাবনীয় পরিবর্তন। ভারতের আভ্যন্তরীণ অঙ্গনেও পরিবর্তনের স্রোত। ঐসব পরিবর্তন ও পরিস্থিতির চাপে ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বিদেশ নীতির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও রূপায়ণ কৌশলে পরিবর্তনের ধারা বইছে।

Scanned with CamScanner